‘দোয়া এবং আল্লাহ হাফেজের দেশ-বাংলাদেশ’

খোর্শেদ আলম চৌধরী
(ইউ, এস, এ)

আমি আন্তরজালের নিয়মিত লেখক নই; তবে আন্তরজালে নিয়মিত বিচরন করি এবং বিভিন্ন জ্ঞানি-গুনী লেখকদের বহু মুল্যবান লেখা পড়ে নিজের জ্ঞান ভান্ডারকে একটু চাঙ্গা করার চেস্টা করি। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে ঘুরে এসে আমদের ফেলে আসা সেকুলার বাংলাদেশ কত দ্রুত ইসলামীক দেশ হচ্ছে তার কিছু নমুনা তুলে ধরার ইচ্ছা নিয়েই আমার এই লেখার শুরু। লেখাটি তৈরী করতে অনেক দেড়ি হয়ে গেল। লন্ডন থেকে সৈয়দ হাবিবুর সাহেব অথবা আমাদের ছগীর আলী খানের মত রসালো এবং প্রাঞ্জল বাংলা লেখার ক্ষমতা থাকলে খুবই ভাল বিবরন দিতে পারতাম আমার বাংলা দেশের অভিজ্ঞতার। তবে আমার সেরুপ ভাল বাংলা লেখার অভ্যেস নেই। তাই, অতি খারাপ বাংলা এবং ভুল বানানের জন্য পাঠকদের কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

একাত্তুরের এক সাগর রক্তে গড়া স্বাধীন বাংলাদেশ আজ একেবারে আল্লাহ হাফেজের দেশ বনে গেছে। তার জন্য সব বাঙ্গালীরাই কমবেশি দায়ী। কারণ আমরা আমদের পাওয়া রত্নকে রক্ষা করতে পারি নাই। যাক সে কথা। বাংলাদেশে ঢাকা বা অন্যান্য শহরে সবার প্রথম যেটা নজর কারবে সেটা হল—বিভিন্ন দোকান-পাট-অফিসের সাইনবোর্ড গুলোতে আরবী ভাষার ব্যবহার এবং অসঙ্খ্য আরবী-নামের ছরাছরি। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় সাইনবোর্ডে আরবী ভাষার যোগ, অর্থাৎ দোকান বা অফিসের নামটি আরবী হরফে লেখা হয়েছে বাংলা এবং ইংরেজির সঙ্গে। তবে লক্ষনীয় ব্যাপার হল, আরবী নামটি সবার উপরে দেওয়া হয়েছে, তার নিচে বাংলা এবং সবার নিচে ইংরেজি নাম। কারণ সম্ভবত, আরবী হল গিয়ে আল্লাহর ভাষা তাই আল্লাহর প্রিয় ভাষাকেত আর নিচে লেখা যায় না? তাতে যে অনেক গুনা হবে এবং তার জন্য দোজকে যেতে হতে পারে! অন্যদিকে আমেরিকা ফেরার সময় দুবাই শহরে এসে দেখলাম সেদেশের দোকান পাটের সাইনবোর্ডেও তাদের মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজীতেও লেখা হয়েছে; তবে ইংরেজী লেখাটি শোভা পেয়েছে আরবীর নিচে। কারণ তারা হয়তো বা তাদের নিজের মাতৃ ভাষার সম্মান দেখাতে গর্ব বোাধ করে।

সারা ঢাকা শহরে বিভিন্ন রকম অনেক মুখরোচক সব বাহারী আরবী নামের সাইন বোর্ড সোভা পাচ্ছে শহরের সপিং মল গুলোতে। সব নাম আমার ঠিক মনে নেই। তবে কয়েকটি নাম মনে আছে। যেমন ’আল-আহ রাম ফার্মেসী’ ইবনে সিনা ফার্মেসী, মদিনা ফার্মেসী, মদিনা ট্রাবেল এজেনসী, আল-মদিনা মিস্টিভান্ডার, মক্কা ফার্মেসী, মক্কা ট্রাবেল এজেনসী, আল-আকসা ফার্মেসী, আল-আক সা মিস্টি-ভান্ডার, আল-আকসা কেটেড মাদ্রাসা, আল-আকসা ট্রাভেল এজেনসি ইত্যাদি। মোদ্দাকথা সারা শহরে আরবী নামের ছরাছরি, যাহা ১০/১৫ বৎসর পুর্বেও দেখা যেত না কোথাও। আর একটি বিশেষ আকর্ষন হলো শহরের আনাচে-কানাচে প্রায়ই দেখা যায় একটি ছোট্ট সাইনবোর্ড ‘**কম খরচে আরবী পড়াই**’ দয়াকরে নিম্ন নাম্বারে ফোন করুন। সবচেয়ে যম-কালো সাইন-বোর্ড দেখতে পাওয়া যায় শহরের অভিজাত এলাকাতে এবং তা’হল English Medium মাদ্রাসা এবং ইংলিশ মিডিয়াম কেডেট মাদ্রাসার অনেক সাইন-বোর্ড যাহা বিভিন্ন মুখরোচক আরবী নামের বাহার দিয়ে লেখা।

বাংলাদেশের মানুষ আজকাল আর খোদা হাফেজ বলে না। আপনি খোদা হাফেজ বললে উত্তুর আসবে ‘আল্লা-হাফেজ’ । এবং যদি প্রশ্ন করা হয় কেমন আছেন? উত্তুর আসবে-‘‘আল-হামদুলিল্লাহ’’। পুর্বের ন্যায় ‘‘ভাল আছি’’ সুনা যাবে না। রাস্তায় প্রায়ই

হিজাব-বোরখাধারি বাঙ্গালী রমণী দেখতে পাওয়া যায়। বনানী কবর স্থানের প্রাচিরে দেখতে পাওয়া যাবে খুব বড় বড় হরফে আরবী এবং বাংলাতে লেখা আছে কোরান থেকে বেহেস্তের লোভনীয় আয়াত যাহা এরুপঃ

‘‘জান্নাতবাসীগনের জন্য থাকবে পরমাসুন্দরী, আয়তলোচনা, উন্নতবক্ষা রমণীগন, পানপাত্র, ফল মুল, মাংস, মধু এবং আর ও চমকপ্রদ ভোগ সামগ্রি যাহা তারা অবিরত ভোগ করিতে থাকিবে।’’ কবরস্থানে এই লোভনীয় বেহেস্তি আয়াত কেন লেখা আছে ঠিক বুঝা গেল না।

বাংলাদেশে আরও একটি মজার দৃশ্য দেখা যাবে এবং সেটা হল cell phone (যাহা বাঙ্গালিরা মোবাইল ফোন বলে থাকে) এর ছরাছরি। যেখানেই গিয়েছি এই মোবাইলের দৌরাত্ব দেখতে পেয়েছি। একদিন আমার এক আত্যিয়া খুব বড়াই করে বললেন যে তার বাসায় ৭টি মোবাইল ফোন আছে এবং তার সব ছেলে-মেয়ে এমনকি Driver দের হাতেও এই মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে। তিনি আবার খুব ই ধার্মিক এবং কথায় কথায় ইনসায়াল্লা, মাসাল্লাহ বলে থাকেন। এই মোবাইল ফোনের ব্যাপারে তিনি বলেলেন—‘‘**এটি একটি আল্লাহ র কুদ্রুত** ’’ এবং তিনি আল্লহ কে অশেষ ধন্যবাদ দিলেন এই আল্লাহ র নেয়ামতের জন্য। তখন আমি আমার ভাবিকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি জানেন কিনা যে এই মোবাইল ফোন কোন আল্লাহ র বান্দাদের দ্বারা আবিস্কার হয় নাই; এটা আবিস্কার করেছে কাফেরগন। তখন তিনি অনেকটা অবাক এবং আহত হয়ে আমতা আমতা করে বললেন—‘‘ওরাওত আল্লাহরই সৃষ্টি’’। আমি আর কিছুনা বলে চুপকরে ভাবতে লাগলাম যে এই ভাবি এবং আর ও কুটিকুটি মুসলিমগন কতবড় মোনাফেক এবং স্বার্থপরভাবে আজকের আধুনিক বিশ্বের বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলোকে বেমালুম ভোগ করে যাচ্ছে; অথচঃ এসবের মুলে কাদের দান তার কোন খবর রাখারও প্রয়োজন মনে করে না। মুসলিমগন প্রতিদিন কমকরে পাচবার (নামাজের সময়) কাফেরদেরকে (যারা এসব ভোগের সামগ্রি আবিস্কার করেছে) জাহান্নামে পাঠালোর জন্য দুইহাত তুলে দোয়া করছে।

<u>টিভিতে ইসলামী অনুষ্টান -বনাম- ডঃ হুমায়ুন আজাদ</u>

সম্মানিত পাঠকগন খুব ধৈর্য্য ধরে পরুন তা’হলেই বুঝতে পারবেন ডঃ আজাদের নাম কেন আসল এখানে। বাংলাদেশে আজকাল Local টিভির সঙ্খা মোট চারটি—(BTV, ATN-Bangla, Channel-I and MTV)। এচারটি মধ্যে তিনটি (BTV বাদে) হল গিয়ে প্রাইভেট টিভি। শহরের লোকেরা কেউ এসব local টিভি খুব একটা দেখে না। তবে গাও-গ্রামের ৯০% লোক ঠিকই দেখে থাকে এসব স্টেশন। কাজের ব্যস্ততার জন্য বাংলাদেশের প্রগ্রাম দেখার তেমন সুযোগ হয় নাই এবং বলতে হয় তেমন আগ্রহও হয় নাই টিভি দেখার। আমার আত্যিয়ের বাসায় সর্বদা চলতে থাকে ইন্ডিয়ান টিভি ztv, অথবা BBC, CNN ইত্যাদি স্টেশনই চলতে থাকে; বাংলাদেশের টিভি কেউ দেখেনা এই বাসায়।

ফেব্রুয়ারীর উনিশ তারিখ শুক্রবারদিন আমরা সবাই মিলে কুমিল্লা যাচ্ছি Picnic করার ইচ্ছা নিয়ে। ভোর সাত’টা রওয়ানা দিতে হবে তাই সেদিন খুব ভোরে ঘুমথেকে উঠেই টিভি খুলে বসলাম এবং ইচ্ছেকরেই বাংলাদেশের টিভি চেনেল ঘুরাতেই হঠাৎ নজর আসে এক দোপ-দুরস্থ এক জাদ্রেল ইসলামী বেশধারী এক মাওলানা কি যেন বলছে অনেকটা জেহাদি চেহারা নিয়ে। থমকে গেলাম সেই চেনেলে (ATN-Bangla) এবং ইচ্ছে করেই শুনতে চেস্টা করলাম মাওলানা কি বলছেন। ঘড়িতে তখন বাজে সারে ছ’টা। মনে হল প্রগ্রামটি কেবল শুরু হয়েছে এবং অনুষ্টান টির নাম ‘‘**তালিমুল কোরান**’’ অর্থাৎ কোরানের তফছির। কোরানের সুরা আল-বাকারার আয়াৎ নং ২১৬ এবং ২১৭ এর তর্জমা করছেন মাওলানা সৈয়দ কামলুদ্দিন জাফরী (কোন এক মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল)। তিনি আজ কোরানে পবিত্র জিহাদ সম্বন্দে তফছির শুনাচ্ছেন। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম; ঔদিকে গিন্নির চিৎকার শুনতে পেলাম যে তারাতারি নিচে নামতে হবে, সবাই অপেক্ষা করছে গাড়ির কাছে। খুব তারাতারির জন্য পুরোটা শুনতে পারলাম না। তবুও যেটুকু

শুনলাম তা' আমার পিল্লা চমকিয়ে গিয়েছিল সেদিন। অর্দেক শুনার পরেই আমাকে তারাতারি নিচে নামতে হয়েছিল, তাই আর পুরুটা শুনার ভাগ্য সেদিন আর হল না।

পরেরদিন সকালে আবার টিভি খুলে সে একই চেনেলে দেখা গেল সেই মাওলানা আবার কোরানের তফছির করছেন এবং মনে হল ঠিক গতকালের প্রগ্রামই আজও চলছে। সম্ভবত একই প্রগ্রামের repetition হচ্ছে। আমি খুব খুশি হলাম, কারণ এবার পুরো প্রগ্রামটা শুনার সুযোগ হল, যাহা গতকাল শুনা হয় নাই।

যাক, মাওলানা যা' বলছিলেন—''ইসলামে জিহাদ একটি ফরয কর্ম এবং প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমদেরকে প্রয়োজনে জিহাদে শরিক হওয়া একটি পবিত্র কর্তব্য। আল্লহ কোরানে পরিস্কার ভাষায় কাফেরদের বিরোধ্যে যুদ্ধচালিয়ে যেতে আদেশ করেছেন; এমনকি প্রয়োজনে রমযান মাসেও কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধকরার হুকুম দেওয়া হয়েছে কোরানে।'' মাওলানা তার কথার সাফোর্টে উপরোল্লিখিত কোরানের দু'টি আয়াতের কথা পড়ে শুনান। বাকি তরজমা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম। মাওলানা যাহা বললেন তাহা নিম্নরুপ।

''আজকাল কিছু কিছু অত্যাধুনিক তথা-কথিত প্রগতিশীল মুসলিম নামধারী ভদ্রলোক মুসলমান বলে থাকেন ইসলামে কোন জিহাদ নেই, ইসলাম হল শান্তির ধর্ম, ইসলাম ইহুদি,খৃস্টানরা ভাই ভাই ইত্যাদি বলে বেড়াচ্ছে। এসব অতি উৎশাহী মুসলিমগন পশ্চিমাদের কে অর্থাৎ ইহুদি-খৃস্টানদেরকে খুশি করার জন্য এসব মিথ্যা প্রচারনা চাল্লাচ্ছে দেশে-বিদেশে। ইসলাম কখনও মানুষকে খুশি করার কথা বলে নাই; ইসলাম আল্লাহকে খুশি করার কথা বলেছে। আমরা যারা প্রকৃত মুসলমান তাদের উচিৎ জীবন উৎস্বর্গ করা একমাত্র আল্লহ-তায়ালাকে খুশি করার জন্য। ইসলামে প্রগতি বলতে কিছুই নেই; ইসলামে প্রগতিবাদ একটি পাগলামি ছারা কিছু না। যেসব মুসলমানগন এসব অসত্য প্রচার করে বেড়াচ্ছে তারা হল গিয়ে ইসলামের শত্রু 'মোস্তাব' বা **কাফের।** প্রকৃত কাফের কারা? ইহুদিরা কাফের, খৃস্টানগন কাফের, পৌত্তলিকরা কাফের, ধর্মে অবিশ্বাসীরা কাফের। আর যেইসব মুসলিমরা উপরোল্লিখিত অপপ্রচার করেছে তারা হল মোস্তাব-কাফের (Apostate)। এই মোস্তাব- কাফের এর সঙ্গে স্বাধারণ কাফেরদের তফাৎ হল—ইহুদি-খৃস্টান ইত্যাদি কাফেরগন যদি ইসলামী রাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে চলে, জিজিয়া কর দিতে রাজী হয় এবং মুসলিম শাসনে বশ্বতা স্বীকার করে নেয় তা'হলে তারা মুসলিম দেশে বাস করতে পারে। কিন্তু, মোস্তাব-কাফের গন (Apostates) ইসলামী দেশে বাস করতে পারবে না। তাদেরকে আল্লাহর আদেশ মোতাবেক কাফের ঘোষনা দিয়ে **তাদের গর্দান উরিয়ে দিতে হবে, অর্থাৎ কতল করিতে হবে। আর এরা যদি মেয়ে মানুষ হয় তা'হলে তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিতে হবে''।** একথা শুনার পর আমার ভয় ধরে গিয়েছিল, খোলা টিভিতে বলে কি মাওলানা? এদেশে কি কোন বিবেকবান মানুষ বাস করে না? বলছিলাম মনে মনে।

তারপর মাওলানা আর ও বলেন—''এসব মুসলিম নামধারি মোস্তাব-কাফের আমাদের দেশে অনেক খুজে পাওয়া যাবে। এদেরকে পাওয়া যাবে—য়**ুনিভার্সিটির প্রফেসর, লেকচারার,** লেখক, শিল্পীদের মধ্যে, দেশের নস্ট-যুবকদের মধ্যে এবং বহু রাজনীতিকদের মধ্যেও খুজে পাওয়া যাবে এধরনের মোস্তাব-কাফেরদের। এদেরকে সায়েস্তা করা আমাদের কর্তব্য। ইনসায়াল্লাহ, যখন দেশে ইসলামি সাসন কায়েম হবে তখন **এইসব মোস্তাব-কাফেরদেরকে গর্দান উড়িয়ে দিতে হবে।** কারণ এসব মোস্তাব-কাফেরদের (Apostate) বাচার কোন অধিকার নেই আল্লাহর দুনিয়ায়। '' আমি আমার গিন্নিকে বললাম তারাতারি চল আমেরিকা, না'হলে জীবনটা বেঘোড়ে যাবে। মোল্লারা সব সেকুলার বাঙ্গালিদেরকে মেরে ফেলবে।

পরেরদিন আবার একই সময়ে টিভি চেনেল খুলেই দেখি সেই একই মাওলানা কোরানের তফছির করছেন এবং ঠিক একই বিষয় নিয়ে তফছির সেই মাওলানা সাহেব। তার পরেরদিন

আবার দেখা গেল একই সুরার তফছির চলছে, অর্থাৎ পুরোসপ্তাহ ধরেই একই আয়াতের তফছির চলছিল। আমার এক বন্ধু বললেন যে ইসলামী-প্রগ্রাম পুরো এক সপ্তাহ repeat করতে থাকে যাতে স্বাধারণ মুসলমানরা ভাল করে শিক্ষালাভ করতে পারে। উল্লেখ্য, এসব জগন্য অনুষ্টান বাংলা দেশের প্রায় ৮৬% মুসলিম শুনে থাকে। ইহাতে অবশ্য আমার খুব ভালই হল, তফছিরের পুরোটা খুব ভাল করে বার বার শুনার সুযোগ হয়েছিল। এই একই বিষয়ে কোরানের তফছির পুরো সপ্তাহ ধরে অর্থাৎ ২০ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শুনলাম আমি। আমাকে অবাক করে ঠিক ২৭শে ফেব্রুয়ারী সন্ধার খবব্রেই শুনতে পেলাম—**ডঃ হুমায়ুন আজাদকে (প্রফেসর ঢাকা যুনুভার্সিটি) কে বা কারা দা এবং চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে বইমেলার সন্নিকটে।** খবরটি শুনে চমকে উঠলাম এবং তার পুর্বের একসপ্তাহ ধরে 'এ টি এন বাংলা' টিভিতে মাওলানার কোরানের তফছিরটি বার বার আমার কানে বাজতে লাগল। একেবারে অঙ্ক মিলে গেল। তবেকি মাওলানা এই কাজের নির্দেশই দিচ্ছিল পুরো এক সপ্তাহ ধরে? হবে হয়তো বা। পাঠকগন এতক্ষনে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন ডঃ আজাদ কার প্ররোচনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন।

দেশের Local টিভিতে ইসলামী অনুষ্টান

জোট-সরকারের গদিতে বসার সুযোগ পেয়ে একাত্তুরের রাজাকারেরা তাদের স্বপ্নের ইসলামী বাংলাদেশ তৈরীর সকল ব্যবস্তাই করে যাচ্ছে। আজকাল লোকাল টিভিতে ইসলামী-প্রগ্রাম অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ জাতিকে ইসলামী-প্যারাডাইজ এর জন্য ভালরুপে তৈরী করতে হবেত! এসব বাংলা টিভিতে আজকাল ইসলামী প্রগ্রামের ছরাছরি। প্রতিদিন সকালে কোরানের তফছির, তারপর হাদিসের তর্জমা (দারশে হাদিস) এবং পরে ধর্মীয় বিষয়ে প্রশ্ন উত্তুরের অনুষ্টান থাকে। ধর্মীয় বিসয়ে প্রশ্নের উত্তুর দেন একাত্তুরের কুক্ষাত **রাজাকার মাওলানা সাঈদি।** তারপর চলতে থাকে ধর্মীয় শিক্ষার নাটিকা। এসব নাটকের নাম শুনলেই বুঝা যাবে নাটকে কিসব শিখাচ্ছে মৌলবাদী গুষ্টি। নাটকের নাম—**''জোম্মাবার বিনোদন'', ''পরকালের পাঠশালা'', ''সম্ভ্রম রক্ষার ঢাল বোরখা'' এবং ''হিজাব'' ইত্যাদি।** এসব নাটক দেখার সময় আমার হয় নাই। তবে কিছু কিছু নমুনা দেখেছি নাটকের advertizemant থেকে। এসব নাটকের অভিনেতাদের মধ্যে অনেক বাংলাদেসের ফিল্মি-জগতের শিল্পীও আছে—যেমন ইলিয়াস কাঞ্চন, খলিল, আর ও অনেক নাম না জানা সিনেমার পরিচিত মুখ। এসব নাটকে দেখানো হয়,ইসলামী জীবন-ধারা কত ভাল এবং মহৎ, এবং দেশের মানুষের জীবন বিধান ইসলামী আইনে চললে কত উন্নতি হবে ইত্যাদি। দেশের মেয়ে মানুষ পর্দা করলে—অর্থাৎ বোরখ এবং হিজাব পড়লে কত ভাল এবং আল্লাহ কত খুশি হবেন ইত্যদি বিষয়ে তালিম দেওয়া হয়। আধুনিকতা বা প্রগতিবাদ কত খারাপ, গনতন্ত্র এবং সেকুলারিজম কত খারাপ ইত্যাদি। অর্থাৎ মৌলবাদী গুষ্টি খুব শুক্ষ-পরিকল্পনা নিয়ে বাংলা দেশকে ইসলামী-শারিয়া প্যারাডাইজ বানাবার জন্য দেশের জনতাকে তৈরী করছে ধীরে ধীরে ইসলামী শিক্ষা দিয়ে।

মাওলানা সাঈদির ধর্মীয়-বিষ য়ে প্রশ্নোত্তুর

খুব বেশি শুনার ভাগ্য হয় নাই। তবে কয়েকটি উত্তুরই যথেস্ট। দর্শকদের কাছথেকে প্রতিদিন বেশকিছু প্রশ্ন এসে থাকে এবং এসবই ধর্মীয় বিষয়ে। নিম্নে কয়েকটি প্রশ্ন আমার স্তৃতিথেকে তুলে ধরছি সুধু পাঠকদেরকে কিছুটা ধারনা দেওয়ার জন্য।

প্রশ্ন-১:খুলনা থেকে একজন প্রশ্ন করেছে, ''ইসলামে স্বামী রাগের বশে বৌ-তালাক দিলে সেই বৌকে ফিরে পেতে হলে হিল্লা-বিয়ে প্রয়োজন তা' কি সত্যি?''

মাওলানা সাঈদিঃ হাঁ তা' সত্যি। হিল্লা-বিয়ে না হলে কোন মুসলিম তার তালাক-প্রাপ্ত বৌকে

ফিরিয়ে নিতে পারবেনা এবং নিলে তাহা যায়েয হবে না।'' মাওলানা কোরানের আয়াত (২:২৩০) উল্লেখ করে খুব করা হুশিয়ারি দিয়ে আর ও বললেন, ''আজকাল কিছু বাঙ্গালী মোর্তাদ ইসলামে হিল্লা-বিয়ের ফতোয়ার বিরোধ্যে কথা বলছে এবং কিছু মোর্তাদ জজ আইন বানাতে চেয়েছিল হিল্লা-বিয়ের ফতোয়া নিষেধ করার লক্ষে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় তারা সেটি রক্ষা করতে পারে নাই। ইসলামী আইন মতাবেক এসব মোর্তাদদেরকে (ঔসব জজদের কে) মির্ত্যুদন্ড দেওয়া যেতে পারে।''

প্রশ্ন-২: শিলেট থেকে একজন জানতে চেয়েছে, ''আমি শুনেছি আল্লাহ মুসলমানদের জানা-অজানা সব ঘুনা মাপ করে দিবেন তা' কি সত্যি?''

মাওলানা সাঈদিঃ- ''হাঁ তা' সত্যি। পরম-করুনাময় আল্লাহ সোবাহানা-তায়ালা অবশ্যই সকল মুসলিমদের জানা অজানা সব গুনা মাপ করে দিবেন যদি সে মবার সময় আল্লাহ-রসুল কে স্বীকার করে মরতে পারে।''

প্রশ্ন-৩: চট্টগ্রাম থেকে একজন প্রশ্ন করেছে, ''আমি শুনেছে ইসলামী শাসন আমলে অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে আরবের মুসল মানরা অতি শুখে এবং সাচ্ছন্দে বসবাস করেছ, তা' কি সত্যি?''

মাওলানা সাঈদি- ''অবশ্যই সত্যি। ইসলাম আরবের মরুভুমিতে সুখের বন্যা বয়ে দিয়েছিল আল্লাহর আইনের মাধ্যমে দেশের সাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। খোলাফায়ে-রাশেদিনের আমলে আরবের মানুষ অতি সুখে-সাচ্ছন্দে বসবাস করত, কোন কিচ্ছুর অভাব ছিল না। হযরত ওমর (রাঃ) কথাই ধরা যাক। ওনার আমলে মানুষের কোন অভাব-অভিযোগ ছিলনা, সকল মানুষ সুখে-সাচ্ছন্দে বেচে ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এত ভাল এবং সুশাসক ছিলেন যে তার কোন তুলনা নেই সারাবিশ্বে। ওমর (রাঃ) এত সুশাসক ছিলেন যে তিনি রাতের বেলা না ঘুমিয়ে রাজ্যে ঘুরে ঘুরে দেখতেন তার প্রজাগন কেমন আছে তার খুজ নেওয়ার জন্য চুপে চপে রাজ্য ঘুরে বাড়াতেন। অথচঃ হয্রত ওমর ছিলেন **তখন অর্দ্ধেকটা পৃথিবীর শাসক বা প্রেশিডেন্ট।**

তেমনি একদিন তিনি দেখলেন—এক বৃদ্বা মা তার পাতিলে পানি ও পাথর রেখে সেদ্ব করছেন এবং তার বাচ্চারা বসে আছে খাবার খাওয়ার জন্য। তখন তিনি ফিরে এসে সেই মার জন্য কিছু খাবার পাঠিয়ে দিলেন। আর একদিন তিনি যখন রাতে ঘুরে দেখছিলেন তার প্রজাদেরকে, তখন তিনি দেখলেন—এক বাড়িতে মা এবং মেয়ের কথপ-কতন চলছে। মা তার মেয়েকে দুধে পানি মেশাতে বলায় মেয়ে অস্বীকার করেছে দুধে পানি মেশাতে, কারণ মেয়ে মনে করেছে সে যদি দুধে পানি মিশায় তা'হলে আল্লাহ অনেক বেজার হবেন এবং তাদের অনেক গুনা হবে।সোবাহানাল্লাহ! সেকালের মানুষ কত সৎ ছিল।''

রাজাকার সাঈদির কথা শুনে আমার মনে কিছু প্রশ্ন জেগেছিল। যদি খোলাফায়ে-রাশেদিনের আমলে এত সাচ্ছন্দ আর সুখ-শান্তি থাকবে তা'হলে কেন মাকে খাবারের অভাবে সুধু পানি এবং পাথর সেদ্ব করতে হবে? আরেক মা কেন তার মেয়েকে দুধে পানি মেশাতে বলবে? এইসব লক্ষন কি এটাই প্রমান করছেনা যে সেকালের ইসলামী-প্যারাডাইজে মানুষ অত্যন্ত গরীব ছিল? মানুষ যদি শুখেই থাকবে তা'হলে পাতিলে পাথর এবং পানি সেদ্ব করবে কি জন্যে? হযরত ওমর শাসন করেছেন Entire Arab Peninsula , তা'হলে এই আরব দেশটা কি অর্দ্ধেক পৃথিবী ছিল? ইসলামিস্টদের কাছে আরব দেশটাই কি পৃথিবীর অর্দ্ধেক? সমস্ত আরব প্যানিনসুলার আয়তন এই USA এর থেকে অনেক ছোট হবে। তা'হলে সেকালে পৃথিবীটা বেশ ছোট ছিল!

সাদ্দাম এবং উসামার জনপ্রিয়তা

বাংলাদেশের লোকদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল বাঙ্গালীদের কাছে সম্প্রতিকালের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হলেন দুইজন মুসলমান এবং এই ভাগ্যবান মুসলমানরা হলেন—সাদ্দাম হোসেন ও উসামা বিন লাদেন । ইরাক যুদ্ধের আগে উসামাই ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সদ্দাম ছিল দ্বিতীয়; কিন্তু ইরাক যুদ্ধের সম য় সাদ্দামের জনপ্রিয়তা উসামাকে ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে সাদ্দাম সবচেয়ে জনপ্রিয়, বললেন বেশ কিছু বাঙ্গালী। এজনপ্রিয়তা প্রায় ৯৯% বাঙ্গালীর কাছে এবং স্বাধারণ বাঙ্গালী মুসল মান, পাক্কামুসল মান এমনকি সেকুলার মুসল মান সমান ভাবে সাদ্দামকে পছন্দ করেন। আমি একজনকেও পেলাম না যে সাদ্দামের সমালোচনা করছে। প্রায় সবাই মনে করে সাদ্দাম একজন নির্দোষ মানুষ এবং আমেরিকান প্রেসিডেন্ট একজন ক্রিমিনাল। সবচেয়ে মজার বিষ য় হল—অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে বুশ আগামী নির্বাচনে পাশ করবে কিনা? যখন আমি ইচ্ছে করেই উত্তুর দিয়েছি যে মনে হয় বুশই আবার আমেরিকার প্রেশিডেন্ট হবেন তখন তাদের মুখ একেবারে কালো হয়ে যায়। তাদের মনের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আগামী ইলেকশনে বুশ ফেল করলে বাঙ্গালীরা রাস্তার লোকদেরকে মিস্টি খাওয়াবে। আরও জানা গেল গত কয়েক বৎসরে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে হাজার হাজার নবজন্মের নাম উসাম এবং সাদ্দাম রাখা হয়েছে। মাসাল্লাহ আগামীতে দেশে অনেক উসামা এবং সাদ্দাম এর দেখা পাওয়া যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

<u>৯/১১ এর ঘটনা ইহুদিদের কান্ড</u>

কোন মুসলমানই ৯/১১ এর ঘটনাতে জরিত ছিল না। এটাই হল বাঙ্গালি মুসলমানের প্রধান বিশ্বাস। স্বাধারন বাঙ্গালী-মুসলমনারা মোটেই বিশ্বাস করেনা যে কোন মুসলল মান ৯/১১ এর মত জগন্য কাজ করেছে, তাদের দৃরবিশ্বাস যে একাজ নিশ্চয় ইহুদি-খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র শুধু ইসলামের বদনাম করার জন্য। কিছু কিছু শিক্ষিত এবং অনেকটা প্রগতিশীল গোছের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে-'আসলে এটা কে করেছে?'। আমি যখন বলেছি যে কেন উসামার আল-কায়দা এটা করেছে সে কথা আপনাদের বিশ্বাস হয় না? উত্তুর এসেছে, ''না, আমাদের তা' বিস্বাস হয় না মোটেই।'' কারণ হিসেবে তারা দাবি করেছে যে ইসলাম নাকি শান্তির ধর্ম এবং কোরান নাকি মানুষ হত্যার কথা মোটেই নেই, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইসব অজ্ঞ এবং মুর্খ মুসলিমদের সঙ্গে আর আমার তর্ক করার ইচ্ছে হয় নাই। কারণ তারা কি ছাঁই বিশ্বাস করে, বা করে না, তাতে আমেরিকার কি আসে যায়!

<u>বাংলা দেশের সন্ত্রাস এবং law and order:</u>

পরিশেষে, বাংলা দেশের law and order এবং সন্ত্রাস নিয়ে কিছু না লিখলে এই লেখাটি অসমাপ্ত থেকে যাবে। দেশে মোট একমাস ছিলাম। এই এক মাসে মাত্র দু'বার ঢাকার down town এ গিয়ে ছিলাম। তার কারণ সদাসর্বদা নিষেধ করা হত শহরে যেতে। আইন-শৃংখলা বলতে যা বুঝায় বাংলাদেশে বর্তমানে একেবারেই নেই। অর্থাৎ প্রতিদিনের খবরের কাগজে যেসব ভয়ংকর খবর ছাপে তাতে মনে হবে দেশে কোন সরকার নেই; দেশটি যেন আপনা-আপনি চলছে । সন্ত্রাস, হত্যা বা ধর্ষন বাংলাদেশে কোন নতুন বিষয় নয়। পুর্বের সব সরকারের আমলেও ছিল। তবে সবাই একবাক্যে স্বীকার করে যে এবারকার অবস্থা অর্থাৎ এই 'বি এনপি-জামাত' জোট সরকারের আমল পুর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে অনেক বেশী খারাপ। এমনকি যারা বি, এন, পি, সমর্থক তারাও ঠিক একই কথা বলেছে আমার সঙ্গে। প্রতিদিন কাগজ খুললেই দেখা যায় ১০/১২ টি খুনের খবর, ধর্ষন, হাইজেক, ইত্যাদি লেগেই আছে। সবচেয়ে ব্যতিক্রম হল যে আজকাল ঘাতকরা সুধু খুন করেই ক্ষান্ত হয় না; তারা লাসকে টুকরা টুকরা করে, গলা কাটে, জবাই করে হত্যা করে। এ যেন হত্যার মহৌৎসব কে কত জগন্য এবং ভয়ংকরভাবে হত্যা করতে পারে তার প্রতিযুগীতা চলছে বিভিন্ন সন্ত্রাসীদের মধ্যে। সংবাদ পত্র খুললে আরও একটি কথা প্রায়ই দেখা যে

অনেক সচেতন বাঙ্গালী প্রশ্ন করছে, ‘‘**আমরা কি এই বাংলাদেশের জন্য একাত্তুরে যুদ্ধ করেছিলাম?**’’ হাঁ আমার ও একই প্রশ্ন—‘‘ **এই বাংলাদেশের জন্যই কি বাঙ্গালীরা একাত্তুরে এক সাগর রক্ত দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিল?**’’

আমার আত্বিয়রা প্রায় সবাই ‘বি এন পি’ ভক্ত এবং ২০০১ শনের নির্বাচনে তারা ‘বি এন পি’ কে ভোট দিয়েছিল। তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করলাম যে খালেদা-নিজামী সরকারের প্লাস-পয়েন্ট কি? তখন তারা সবাই চুপ করে থেকেছে। অথচঃ শেখ হাসিনার আমলে প্রায় পাচটি বৎসরই বিশেষ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম (খাবার-দাবার) মোটেই বাড়ে নাই। খাবার-দাবারের দাম মোটামুটি Stable ছিল। একথা এমন কি ‘বি এন পি‘ ভক্তরা ও স্বীকার করেছে। এমন কি সন্ত্রাসও তখন relatively অনেক কম ছিল। তবে ‘বি এন পি-জামাত জোট সকারের আমলে জামাতিদের অনেক উন্নতি হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। জামাতিরা তাদের সুক্ষ পরিকল্পনা ধীরে ধীরে Steadily এগুচ্ছে এবং আমার বিশ্বাস বাংলাদেশে খুব শিগ্রই মৌলবাদী সরকার কায়েম হবে ইনসায়াল্লাহ। বাংলাদেশকে সম্ভবত মোলবাদীরা গ্রাস করে নিচ্ছে আমাদের স্বার্থপর ভন্ড-সেকুলার রাজনীতিকদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য।